হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৮

(১)শৌল তাঁকে হত্যার অনুমোদন দিচ্ছিলেন। সেদিন জেরুসালেমে হযরত ইসা আ. এর অনুসারীদের ওপরে ভীষণ জুলুম শুরু হলো। তাতে হাওয়ারিরা ছাড়া বাকি সবাই ইহুদিয়া ও সামেরিয়া প্রদেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়লেন। (২)কওমের লোকেরা হযরত স্তিফান র-কে দাফন করলেন এবং তাঁর জন্য খুব বিলাপ করলেন।

(৩)কিন্তু শৌল সেই দলের লোকদের ধ্বংস করার চেষ্টায় ঘরে-ঘরে গিয়ে পুরুষ ও মহিলাদের ধরে টেনে এনে জেলে দিতে লাগলেন। (৪)যারা ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তারা চারদিকে গিয়ে কালাম প্রচার করতে লাগলেন। (৫)হযরত ফিলিপ র. সামেরিয়াতে গিয়ে হযরত ইসা মসিহকে প্রচার করতে লাগলেন। (৬)লোকেরা একমনে তাঁর কথা শুনছিলো এবং তিনি যে-সব আশ্চর্য কাজ করছিলেন, তা দেখে তাঁর কথা তারা মন দিয়ে শুনলো। (৭)অনেকের ভেতর থেকে ভূতেরা চিৎকার করে বের হয়ে গেলো এবং অনেক অবশ রোগী ও খোঁড়ারা সুস্থ হলো। (৮)ফলে শহরে মহা-আনন্দ হলো।

(৯)সেই শহরে সিমোন নামে এক লোক অনেকদিন থেকে জাদু দেখাচ্ছিলো। (১০)এতে সামেরিয়ার লোকেরা আশ্চর্য হয়েছিলো এবং সে নিজেকে একজন বিশেষ লোক বলে দাবি করতো। ছোটো থেকে বড়ো, আর ধনী-গরিব সবাই তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতো। তারা বলতো, "আল্লাহর যে-শক্তিকে মহৎ শক্তি বলা হয়, এই লোকটিই সেই শক্তি।" (১১)তারা মন দিয়ে তার কথা শুনতো। কারণ অনেক দিন ধরে সে তার জাদু দিয়ে তাদের বশ করে রেখেছিলো।

(১২)হযরত ফিলিপ র. আল্লাহর রাজ্য ও হযরত ইসা মসিহের নাম সম্পর্কে সুখবর প্রচার করছিলেন। যখন তারা তাঁর কথায় ইমান আনলো, তখন তাদের পুরুষ ও মহিলারা বায়াত গ্রহণ করলো। (১৩)এমন কি সিমোনও ইমান এনে বায়াত গ্রহণ করলো। সে সব-সময় হযরত ফিলিপ র. সংগে থাকলো এবং তার চিহ্ন-কাজ ও আশ্চর্য কাজ দেখে অবাক হলো।

(১৪)জেরুসালেমের হাওয়ারিরা যখন শুনলেন যে, সামেরিয়ার লোকেরা আল্লাহর কালামের ওপর ইমান এনেছে। (১৫)তখন তারা হযরত পিতর রা. ও হযরত ইউহোন্না রা.-কে তাদের কাছে পাঠালেন।

তারা দু’ জন গেলেন এবং তাদের জন্য মোনাজাত করলেন, যেনো তাঁরা আল্লাহর রুহকে পেতে পারেন। (১৬)কারণ তখনো তাঁদের ওপরে আল্লাহর রুহ আসেননি।

তাঁরা কেবল হযরত ইসা মসিহের নামে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। (১৭)হযরত পিতর রা. ও হযরত ইউহোন্না রা. তাঁদের ওপর হাত রাখলেন, আর তাঁরা আল্লাহর রুহকে পেলেন।

(১৮)যখন সিমোন দেখলো যে, হাওয়ারিদের হাত রাখার মধ্য দিয়ে আল্লাহর রুহকে দেয়া হলো, তখন সে তাদের কাছে টাকা এনে বললো, (১৯)“আমাকেও এই শক্তি দিন, যেনো আমি কারো ওপরে হাত রাখলে সেও আল্লাহর রুহকে পায়। (২০)কিন্তু হযরত পিতর রা. তাকে বললেন, “তোমার টাকা তোমার সংগেই ধ্বংস হোক। কারণ তুমি মনে করেছো, টাকা দিয়ে আল্লাহর দান কিনতে পারবে। (২১)এর মধ্যে তোমার কোনো অংশ বা অধিকার নেই। কারণ আল্লাহর সামনে তোমার অন্তর ঠিক নয়।

(২২)তাই তোমার এই খারাপি থেকে তওবা করো ও আল্লাহর কাছে মোনাজাত করো, যেনো সম্ভব হলে তোমার মনের এই খারাপ চিন্তা তিনি মাফ করতে পারেন। (২৩)আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার মন লোভে ভরা এবং তুমি মন্দতার কাছে বন্দি হয়ে আছো।” (২৪)সিমোন বললো, “আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যেনো আপনারা যা বললেন, তার কিছুই আমার ওপর না ঘটে।” (২৫)তারপর হযরত পিতর রা. ও হযরত ইউহোন্না রা. সেখানে সাক্ষ্য দিয়ে ও আল্লাহর কালাম প্রচার শেষ করে সামেরিয়ার বিভিন্ন গ্রামে সুখবর প্রচার করতে করতে জেরুসালেমে ফিরে গেলেন।

(২৬)সেই সময় আল্লাহর এক ফেরেস্তা হযরত ফিলিপ র.-কে বললেন, “ওঠো, দক্ষিণ দিকের যে পথ জেরুসালেম থেকে গাজা শহরের দিকে গেছে, সেই পথে যাও।” পথটা ছিলো মরু-প্রান্তরের মধ্যদিয়ে। (২৭)সুতরাং, তিনি উঠে সেই দিকে গেলেন। পথে ইথিয়পিয়ার একজন বিশেষ রাজকর্মচারীর সংগে তার দেখা হলো। তিনি ছিলেন খোজা। ইথিয়পিয়ার কান্দাকি রানীর ধন-রত্নের দেখাশোনা করার ভার তার ওপরে ছিলো। আল্লাহর ইবাদত করার জন্য তিনি জেরুসালেমে গিয়েছিলেন।

(২৮)বাড়ি ফেরার পথে তিনি রথে বসে হযরত ইসাইয়া আ. এর সহিফা তেলাওয়াত করছিলেন। (২৯)তখন আল্লাহর রুহ হযরত ফিলিপ র.-কে বললেন, “ওই রথের কাছে যাও এবং তার সংগে-সংগে চলো।” (৩০)এতে তিনি দৌঁড়ে তার কাছে গেলেন এবং শুনতে পেলেন যে, তিনি হযরত ইসাইয়া আ. এর সহিফা তেলাওয়াত করছেন। হযরত ফিলিপ র. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি যা তেলাওয়াত করছেন, তাকি বুঝতে পারছেন?”

(৩১)তিনি উত্তর দিলেন, "কেউ বুঝিয়ে না-দিলে কেমন করে বুঝতে পারবো?" এবং তিনি হযরত ফিলিপ র.-কে রথে উঠে এসে তার কাছে বসতে অনুরোধ করলেন। (৩২)তিনি কিতাবের যে-অংশ তেলাওয়াত করছিলেন তা এই- "জবাই করার জন্য ভেড়াকে যেভাবে নেয়া হয়, তাঁকে সেভাবে নেয়া হলো এবং লোম সংগ্রহকারীর সামনে ভেড়া যেমন চুপ করে থাকে, তিনিও তেমনি মুখ খুললেন না। (৩৩)তিনি অপমানিত হলেন। তাঁর ওপর ন্যায়বিচার করা হয়নি। কে তাঁর বংশের কথা বলতে পারে? কারণ তাঁর জীবন এই দুনিয়া থেকে নিয়ে নেয়া হয়েছে।"

(৩৪)খোজা হযরত ফিলিপ র.-কে বললেন, "নবি কার বিষয়ে এ-কথা বলেছেন? নিজের বিষয়ে, না অন্য কারো বিষয়ে? (৩৫)তখন হযরত ফিলিপ র. কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি কিতাবের এই অংশ থেকে শুরু করে হযরত ইসা আ. এর বিষয়ে সুখবর তাকে বললেন। (৩৬)পথে যেতে-যেতে তারা এমন এক জায়গায় এলেন, যেখানে কিছু পানি ছিলো। (৩৭)তখন খোজা বললেন, "দেখুন, এখানে পানি আছে! আমার বায়াত নেবার কোনো বাধা আছে কি?" (৩৮)তিনি গাড়ি থামাতে বললেন এবং হযরত ফিলিপ র. ও খোজা উভয়ে পানিতে নামলেন ও তিনি তাকে বায়াত দিলেন।

(৩৯)যখন তারা পানি থেকে উঠে এলেন, তখন আল্লাহর রুহ হঠাৎ হযরত ফিলিপ র.-কে নিয়ে গেলেন। খোজা তাকে আর দেখতে পেলেন না এবং তিনি আনন্দ করতে-করতে বাড়ির পথে চলে গেলেন। হযরত ফিলিপ র. নিজেকে অস্দোদ এলাকায় দেখতে পেলেন। (৪০)তিনি কৈসরিয়াতে না-পৌঁছা পর্যন্ত গ্রামে-গ্রামে সুখবর প্রচার করতে থাকলেন।